শিক্ষার্থীদের ফুল মার্কস কলম দিয়ে বরণ করল ছাত্রলীগ

দীর্ঘ ১৮ পরে মাস খুলে দেয়া হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আবাসিক হলগুলো। শনিবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে শিক্ষার্থীদের হলে উঠার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ভিসি প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম।

ফুল, চকলেট, মাস্ক, মিষ্টি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয় হল কর্তৃপক্ষ। পরে একে একে আটটি হলে শিক্ষার্থীরা নিজ গৃহে ফিরতে শুরু করে। হলে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থীদের ফুল, মাস্ক ও কলম দিয়ে বরণ করেছে শাখা ছাত্রলীগ।

শাখা ছাত্রলীগনেতা নাসিম আহমেদ জয়ের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীদের বরণ করার সময় শাহিন, বাধন, তরুন, মিন্টু, নাবিল, তুর্য্য, সাদমান, আশিক, শরীফ ও রাশিদুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, যেসব শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল কার্ড ও কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমপক্ষে ১ ডোজ টিকা নিয়েছেন শুধু তারাই হলে উঠতে পারছে। থাকছেনা গণরুম।

এদিকে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের ভিতর উৎসব মুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভ্যানে করে নিয়ে আসছেন বই তোষকসহ অন্যান্য জিনিসপত্র। আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে হলে প্রবেশ করছে। হলে ফিরতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছে শিক্ষার্থীরা।

এ ব্যাপারে শাখা ছাত্রলীগনেতা শাহিন আলম বলেন, দীর্ঘদিন পরে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরতে পেরে খুব উচ্ছসিত। নাসিম আহমেদ জয় ভাইয়ের নির্দেশনায় আমরা ইবি শাখা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ফুল, মাস্ক ও কলম দিয়ে বরন করে নিয়েছি।

কুষ্টিয়ায় নির্মাণাধীন প্রতীমা ভাঙচুর

কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়ার একটি মণ্ডপে নির্মাণাধীন কয়েকটি প্রতীমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষে আইকা যুবসংঘের ব্যানারে প্রতীমাগুলো তৈরি হচ্ছিল।

বুধবার সকালে বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে খবর দেয় মণ্ডপ কমিটির সদস্যরা। তবে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শহরের আড়ুয়াপাড়া রেললাইন সংলগ্ন হেমচন্দ্র লেনস্থ আইকা সংঘ অস্থায়ী মণ্ডপে আসন্ন প্রতীমা তৈরির কাজ চলছিল।

মণ্ডপ কমিটির সদস্যরা সকালে এসে দেখতে পান সেখানে থাকা নির্মাণাধীন প্রায় সব ক’টি প্রতীমার অংশ বিশেষ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে কুষ্টিয়া পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাব্বিরুল ইসলাম জানান, ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় নেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী প্রতীমা ভাংচুরের সাথে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ

সদস্যের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসান আলী (৪০) নামে এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে কুষ্টিয়া মেহেরপুর সড়কের মিরপুরের তালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাসান আলী নিহত হাসান বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকাস্ত খিলখেত থানায় কনষ্টেবল পদে চাকরি করতেন। মিরপুর উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের মাজিহাট এলাকার শফিউদ্দিনের ছেলে।

নিহত হাসান আলী ২৮দিনের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন। রাস্তায় প্রচুর ভাঙ্গা কাচ পড়ে থাকায় ধারনা করা হচ্ছে,রাস্তায় চলমান কোন গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে থাকতে পারে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, রাস্তা সংলগ্ন মসজিদে এশার নামায পড়া অবস্থায় মুসল্লিরা দুর্ঘটনাজনিত শব্দ শুনতে পেয়ে রাস্তায় গিয়ে আহত এক ব্যক্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা সাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়।সেখান থেকে রেফার্ড করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠালে পথিমধ্যে অবস্থা গুরুতর দেখে মানিকগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান-ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।তদন্তপূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় মা ও সন্তানের লাশ

উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় ৯ মাসের ছেলেসন্তানকে হত্যার পর গলায় ফাঁস দিয়ে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার ভোরে শহরের থানাপাড়া বাঁধ এলাকা থেকে মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘরে মায়ের মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়; পাশে বিছানায় ছিল ৯ মাসের শিশু জিমের নিথর দেহ।

নিহত আকলিমা খাতুন থানাপাড়া বাঁধ এলাকার রতনের স্ত্রী ও তা মেয়ে জিম।

এলাকাবাসী জানান, গড়াই নদীসংলগ্ন থানাপাড়ার পুরনো বাঁধে স্বামী রতনের বাড়িতে বসবাস করতেন আকলিমা খাতুন। স্বামীর বাড়ির পাশেই বাবা মাজেদের বাড়ি। স্বামীর বাড়িতে সংস্কারকাজ করায় মঙ্গলবার রাতে বাবার বাড়িতে ৯ মাসের শিশুসন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন আকলিমা।
বুধবার ভোরে এলাকাবাসী আকলিমার ঘরে ঢুকে দেখতে পান আকলিমার মরদেহ ঝুলছে। পাশেই বিছানায় শিশু জিমের নিথর দেহ পড়ে আছে। তাৎক্ষনিক স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ মা ও শিশুসন্তানের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তবে ধারণা করা হচ্ছে— আকলিমা তার শিশু ছেলেকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার পর নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানা ওসি সাব্বিরুল ইসলাম জানান, থানাপাড়া বাঁধের একটি বাড়ি থেকে মা ও শিশুসন্তানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আকলিমা মানসিক রোগী ছিলেন।

প্রথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে— ওই নারী আত্মহত্যা করেছেন। তবে তদন্ত প্রতিবেদন পেলে সব কিছু নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মাল্টাবাগান করে সফল কুষ্টিয়ার নারী উদ্যোক্তা ময়না খাতুন

মাল্টা বাগান করে সফল হয়েছেন কুষ্টিয়ার নারী উদ্যোক্তা ময়না খাতুন। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার চাঁদগ্রাম ইউনিয়নের চন্ডিপুর এলাকার প্রবাসী আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী।

৫-৬ বছর হলো ময়না খাতুন মাল্টা বাগান গড়ে তোলার পর তিনি সফলতা লাভ করেছেন এবং উপজেলার রোল মডেলে পরিণত হয়েছেন তিনি।

এ নারী উদ্যোক্তার স্বামী প্রায় দুই যুগ দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকলেও মাল্টা বাগান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তিনি। অবশ্য এ বাগান তৈরির ব্যাপারে উৎসাহও প্রদান করে আসছেন তার স্বামী আব্দুর রাজ্জাক।

সরেজমিন গিয়ে ময়না খাতুনের মাল্টা বাগানে গিয়ে দেখা যায়, গাছে গাছে সবুজ পাতার আড়ালে ও ডালে ডালে ঝুলছে থোকায় থোকায় মাল্টা। বাতাসে মাল্টার টক-মিষ্টির গন্ধ। দুইজন শ্রমিক বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত। আর কোন গাছের পাতা ছিড়তে হবে গাছের গোড়া পরিষ্কার করতে হবে এসব নির্দেশনা দিচ্ছেন ময়না খাতুন।

পুরো বাগানটি একটি সবুজের ছায়াঘেরা। গেলো বছর তিন লাখ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছেন তিনি। এ বছর তার বাগানে বেশ অনেক মাল্টা এসেছে। লাখ চারেক টাকার মাল্টা বিক্রি হবে বলে আশাব্যক্ত করেন তিনি।

মাল্টা বাগানেই কথা হয় ময়না খাতুনের সাথে। তিনি বলেন, স্বামীর অনুপ্রেরণায় ২০১৭ সালে সিলেট থেকে ৫৭০টি বারি মালটা-১ এর চারা এনে ৬ বিঘা নিজের জমিতে মাল্টা বাগান গড়ে তুলি। বর্তমানে মাল্টার বাগান এখন দেখার মতো হয়েছে। আশান্বিত ফলও পেতে শুরু করেছি। কয়েক দিনের মধ্যে বিক্রি করা শুরু করবো বলেও জানান তিনি।

বাগান থেকেই পাইকারি ব্যবসায়ীরা এসে কিনে নিয়ে যায় বলে কোন ঝামেলাই হয়না বিক্রি করতে। এছাড়াও তার বাগানে সিডলেস ও চায়না লেবু এবং কিছু লিচু গাছও রয়েছে। প্রতিকেজি মাল্টা ১১০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। এছাড়াও অনেক দর্শনার্থীরা এই বাগান পরিদর্শনে আসেন। এতে তিনি আনন্দও পান।

তবে নারী হিসেবে তাকে সফল হতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে নানান জনের নানান কথা। তবুও দমে যাননি তিনি। নিজ প্রচেষ্টায় এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। এতোকিছুর পরেও একজন নারী হিসেবে ফলের বাগান গড়ে তোলা সেটি ছিলো অনেকটা দু:সাহসের ব্যাপারও বটে। ভবিষ্যতে নারীদের উজ্জীবিত হওয়ার জন্য কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে বলেও জানান তিনি।
প্রায়ই দেখা যায় এই মাল্টা বাগান পরিদর্শনে অনেক দর্শনার্থী আসেন।

তেমনি কথা হয়, বিভাস চৌধুরীর সাথে। তিনি বলেন, বাগানে এসে নিজ হাতে ফল পেড়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। বাগান ঘুরে নিজের কাছে অনেক ভালো লাগে এবং তরতাজা গাছপাকা মাল্টাও কিনতে পাওয়া যায়।

উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল গোলাম রাজন বলেন, ‘মাল্টা একটি অর্থকরী ফসল। মাল্টা বারি-১ একটি উচ্চ ফলনশীল সুস্বাদু ফল। ময়না খাতুনের মাল্টার বাগানে আমি সবসময়ই নানান পরামর্শ প্রদান করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, ভেড়ামারায় তার মতো এতোবড় মাল্টার বাগান আর নেই। তাকে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কেবল পরামর্শ প্রদান করেছি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. হায়াত মাহমুদ বলেন, একজন নারী হয়েও ময়না খাতুন এতো সুন্দর মাল্টা বাগান করে উপজেলাবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তার বাগানে কোন প্রকার ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। এমন সুন্দর বাগান এ অঞ্চলে মাল্টা উৎপাদনে অনেককেই উৎসাহিত করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড! ১ জনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় সাব রেজিস্ট্রার নূর মোহাম্মদ শাহ হত্যা মামলায় ৪ আসামির মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে রায় পড়ে শোনান অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ

আদালতের বিচারক (প্রথম আদালত) তাজুল ইসলাম।এ সময় ৫ আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- সাইদুল ইসলাম, ফারুক হোসেন, কামাল শেখ ওরফে কামাল হোসেন, মশিউল আলম ওরফে বাবুল ওরফে বাবলু। মনোয়ার হোসেন ওরফে ডাবলুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্র জানিয়েছে, কুষ্টিয়া সদর সাব-রেজিস্ট্রার নূর মোহাম্মদ শাহকে ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর রাতে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার বাবর আলী গেটের ভাড়া বাসায় গিয়ে দণ্ডপ্রাপ্তরা কুপিয়ে হত্যা করে। তার ক্ষতবিক্ষত লাশ রান্নাঘর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় পরদিন নিহতের ভাই কামরুজ্জামান শাহ বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামি করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করেন।

পরে ২০১৯ সালেল ১৮ জানুয়ারি মডেল থানা পুলিশ তদন্ত করে ৫ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেয়। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত আজ এ রায় দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অনুপ কুমার নন্দী জানান, মামলাটি আলোচিত ছিল। পুলিশ তদন্ত করে ৫ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেয়। আসামিরাও তাদের দোষ স্বীকার করে। সবদিক বিবেচনা করে আদালতের বিচারক রায় দিয়েছেন। এতে ন্যায় বিচার পেয়েছে সাব-রেজিস্ট্রার নূর মোহাম্মদের পরিবার।

স্বাধীনতার ৫০ বছরেও স্বীকৃতি পাননি মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন শেখ

দেশ স্বাধীনের ৫০ বছর পার হলেও মন্ত্রনালয়ের গেজেটে নাম আসে নি সাহসী যোদ্ধা বদর উদ্দিন শেখের। মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি না পাওয়ায় বঞ্চিত হচ্ছেন সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে।

জীবনের শেষ সময়ে এসে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে তালিকায় নিজের নাম

দেখতে চান দেশ মাতৃকার টানে ঝাঁপিয়ে পড়া এই মুক্তিযোদ্ধা।

তিনি হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার মৃত্তিকাপাড়া গ্রামের গণিরুদ্দিন শেখের ছেলে মোঃ বদর উদ্দিন শেখ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৮নং সেক্টরের গেরিলা কমান্ডার মীর শহীদুল হকের সাথে ভারতের চাকুলিয়া থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তৎকালীন ১৯ বছর বয়সী এই যুবক।

তার সহযোদ্ধা ছিলেন আকবর আলী (মুক্তিবার্তা নং- ০৩০৩০১০৪৫৫), সেরাজুল ইসলাম (মুক্তিবার্তা নং-০৪১১০১০০৭৩), নুর মোহাম্মদ আলী (জাপান) (মুক্তিবার্তা নং-০৪১১০১০২২০)। তবে মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র রয়েছে তার কাছে।

জীবন যুদ্ধে পরাজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন শেখের নাম গেজেটভুক্ত করার দাবি জানান সহযোদ্ধারা। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ম্যালেশিয়া নং-১১৯৭২) ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব বরাবর আবেদন করার পরেও অজানা কারণে সুফল পান নি তিনি।

জীবন সায়াহ্নে এসে এখনও তিনি কেবলমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি চান তিনি। এজন্য তিনি বিভিন্ন দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সুফল পাননি। সর্বশেষ গতকাল তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করেন।

তবে সেখান থেকে কেবল জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয় এ আপিল করার জন্য একটি ফরম পান। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্ত্রী-সন্তানের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেন বদর উদ্দিন শেখ।

কুষ্টিয়ার পদ্মানদীর ভাঙন থেকে

রক্ষা পেতে সংবাদ সম্মেলন

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে পদ্মা নদী তীরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী।

সংবাদ সম্মেলনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেন, কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙনের মুখে পড়েছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মহাসড়ক।

জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়ন এলাকায় ভাঙতে ভাঙতে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের মাত্র ১০০ মিটারের মধ্যে চলে এসেছে এ নদী। এতে বহু ঘরবাড়িসহ আবাদী জমি বিলীন হয়ে গেছে। জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি। উপজেলা চেয়ারম্যান আরও বলেন, বহু বছর ধরে এ এলাকায় পদ্মার ভাঙন চলছে।

ভাঙন প্রতিরোধে স্থানীয় ব্যবস্থা নিতে গত বছর স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯৯০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করলেও তা আটকে আছে। তিনি আরও বলেন, ভাঙন ঠেকানো না গেলে যেকোনো সময় কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়ক নদীতে বিলীন হয়ে যাবে। এতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

পাশাপাশি কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ন এলাকা বন্যা কবলিত হবে। তিনি অবিলম্বে ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। এসময় তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হান্নান মন্ডল সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকের

মৃত্যু

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার আব্দুল্লাহহিল আল মাবূদ (দারবিশ জুয়েল) এর মৃত্যু হয়েছে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সোমবার বিকেল ৫টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে ঢাকায় নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসারত ছিলেন।

তার অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় এয়ার এম্বুলেন্সে করে ঢাকায় নেয়ার পথে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সোমবার রাত দশটায় তার নিজ বাসস্থান কুষ্টিয়ার আমলাপাড়া সোনাপট্টি মসজিদে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে রাত সাড়ে ১০টায় কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

এদিকে তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুস সালাম।

কুষ্টিয়ায় মানসিক ভারসাম্যহীন নারী নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শাহানা বেগম (৪১) নামে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী নিখোঁজ রয়েছে। প্রায় মাসখানেক আগে বাড়ী থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি।

তিনি মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের চারমাইল বিভাগ গ্রামের আবু বক্করের স্ত্রী ও বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমানের ভাগ্নে। তার উচ্চতা ৫ ফুট ৪ইঞ্চি। গায়ের রঙ ফর্সা। সে মানসিক ভারসাম্যহীন থাকার কারণে বাড়ির বাইরে এমনকি রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াতেন।

প্রায় এক মাস আগে তিনি বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর থেকে তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি তার খোঁজ পেয়ে থাকলে নিম্নোক্ত মোবাইল নম্বর দু’টিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন নিখোঁজ শাহানা বেগমের অভিভাবকরা।

মোবাইল নম্বর ০১৯৯৯-৪৩৫৫৬৯ (আবু বক্কর) ও ০১৭১৫-২৬৭৬০২ (সাইদুর রহমান, চেয়ারম্যান বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ)।